লিথুয়ানিয়ার লোককথা

রাজকন্যে-সবিতা

ছবি এঁকেছেন
আল্‌বিনা মাকুনাইতে

প্রগতি প্রকাশন
মস্কো

অনুবাদ: ননী ভৌমিক

$O \frac{70801-353}{14(01)-74} 706-73$

অনেককাল আগের কথা। এক-যে ছিল রাজা আর এক রাণী। একটি ছেলে হল তাদের। স্নেহে তাকে ঘিরে রাখে মা-বাপে। দিনে দিনে বড়ো হয় রাজপুত্র — নবনীতে ডুবিয়ে মিহি রুটি খায়, সোনা-রুপো বসানো পোষাক পরে। একটু হুকুম করতে না করতেই ছুটে আসে দাস-দাসী, আর মা-বাপে পারলে তো চালুনি করে আকাশের সূর্যই এনে দিতে রাজী। কিন্তু সুখ নেই রাজপুত্রের। মনমরার মতো ঘুরে বেড়ায় রাজবাড়ির বাগিচায়, নিজের কপাল নিয়ে দুঃখ করে:

'একটা বোন নেই আমার, ভাই নেই, একটু খেলব, কথা কইব এমন কেউ নেই। কেন, বলো তো মা, আমি এমন একা-একলাটি?'

কিছুই বললে না রাণী, শুধু চোখ নামিয়ে নিলে।

এখন সেই রাজ্যে ছিল পাথরের দেয়াল ঘেরা এক পুরী, চল্লিশ হাত উঁচু, সব সোনায় মোড়া, চুড়োয় হীরে বসানো। তার কাছে যাওয়া মানা ছিল রাজপুত্রের; আর ততই বেশি করে তার ইচ্ছে হয় জানতে, কী আছে ওর ভেতরে।

একদিন দেয়ালে বসল একটা কালো দাঁড়কাক। রাজপুত্র নিশানা ঠিক করে তীর ছুঁড়তে যাবে, এমন সময় মানুষের গলায় কথা কয়ে উঠল কাকটা:

'মেরো না রাজপুত্র, দারুণ একটা গোপন কথা তোমায় বলব: এই দেয়ালের ওপাশে আছে গোলাপ আর লিলি ফুলে ভরা বাগান, সেখানে বন্ধ ঘরে আছে তোমার তিন বোন। যদি দেখতে চাও, রাজকক্ষে মাটির ঘট খুঁজে দেখো, নিচে সোনার চাবি আছে।'

সেই রাত্রে সবাই ঘুমিয়ে পড়লে রাজপুত্র চুপি চুপি উঠে, রাজকক্ষে ঢুকে ঘটের তল থেকে সোনার চাবিটি দখল করলে।

দেয়াল হাতড়ে হাতড়ে রাজপুত্র গোপন দরজাটা পেয়ে গেল, তা দিয়ে ভেতরে ঢুকে দেখে বাগান, গোলাপ আর

লিলি ফুটে আছে। কুমারী মহলের জানলাটা একটু খুলতেই বোনেরা তাদের শাদা শাদা হাত বাড়িয়ে ধন্যি ধন্যি করতে লাগল, কেননা ওর জন্যে ফের তাজা হাওয়ায় নিঃশ্বাস নিতে পারছে তারা। হঠাৎ কেঁপে উঠল মাটি, কালো ঘূর্ণিঝড় এসে তিন বোনকেই খোলা জানলা দিয়ে উড়িয়ে নিয়ে গেল। ভয় হল রাজপুত্রের, চিরজীবনের জন্যে বোনদের বুঝি হারাল, কাঁদতে লাগল অজোরে, অভিশাপ দিলে নিজের কৌতূহল আর অবাধ্যতায়।

সকালে উঠে রাণী মেয়েদের জন্যে খাবার নিয়ে যাবে, দেখে চাবি নেই। ছুটে গেল কুমারী মহলে — নেই কোন মেয়েরা, একেবারে নেই। 'আর ফিরবে না আমার মেয়েরা,' হায়-হায় করে উঠল রাণী, 'ড্রাগন ওদের নিয়ে গেছে খাবার জন্যে।'

ক্ষেপে উঠল বুড়ো রাজা, দাপাদাপি করে বেড়াল, দাস-দাসীরা ভয়ে কম্পমান। রাজপুত্রের কানে গেল, রাজার পাইকেরা নির্দোষ লোকেদের ধরে নিয়ে যাচ্ছে শাস্তি দিতে। শুনে নিজেই সে গেল রাজার কাছে, ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে সখেদে কবুল করলে:

'বোনেদের অপঘাত ঘটিয়েছি আমিই। আমায় শাস্তি দাও।'

মুখ কালো হয়ে উঠল রাজার, মেঘের চেয়েও থমথমে, রাগে আগুন হয়ে বললে:

'তোর জন্মের আগে ওঝারা রাশি-নক্ষত্র গুণে বলেছিল যে তোর বোনদের হরণ করবে ড্রাগন, সেইজন্যেই চল্লিশ হাত উঁচু দেয়াল তুলে, জানলায় শক্ত পাল্লার কপাট দিয়ে আটকে রাখি চিলেকোঠায়। তুই যখন আমার কথা শুনিস নি, বাপের বারণ মানিস নি, তখন দূর হয়ে যা আমার রাজ্য থেকে, হতভাগা কোথাকার, বোনদের মুক্ত করতে না পারলে ফিরবি না।'

নিজের হাতে রাজা তোরণ খুলে হুকুম দিলে, 'দূর হ!'

যায় রাজপুত্র, যেদিকে দুচোখ যায়, ভেবে পায় না কী করবে। অনেক দিন পথে-পথে ঘুরে সে পেঁছিল অজানা এক দেশে। থামলে জরাজীর্ণ এক কুঁড়ের কাছে। চৌকাটে দাঁড়িয়ে এক বুড়ি, জিজ্ঞেস করলে কোথায় সে যাচ্ছে। বোনেদের ব্যাপারটা বললে রাজপুত্র।

'বাছা রে, পথ তোর লম্বা, বিপদ আছে অনেক, এদিকে হাত তোর দুবলা, ভীরু-ভীরু কলজে। আমার এখানে বছর তিনেক থাক, অন্ন রোজগার করতে শেখ, তখন তোকে হয়ত সাহায্য করব।'

বুড়ির কাছেই রয়ে গেল রাজপুত্র। জমি থেকে মোথা তুলত, হাল দিত, ঝাড়াই করত গম।

দেখতে দেখতে তিন বছর কেটে গেল। রাজপুত্রকে ডেকে বুড়ি বললে:

'কাল যাবি তোর বোনেদের খোঁজে। এই নে সুতোর গুটলি, যেদিকে গড়িয়ে যাবে, সেদিকে চলবি। আর এই রুটির টুকরো। খিদে পেলে লজ্জা করিস না, কামড় দিবি, এ টুকরোয় অনেক দিন চলে যাবে।'

বুড়ির কাছে বিদায় নিয়ে ফের দূরের পথ ধরলে রাজপুত্র। এসে পেঁছিল তামা পাহাড়ে, তামার গাছে তা ঢাকা। লাঠি বানানোর জন্যে রাজপুত্র তার ডাল ভাঙতে যাবে, হঠাৎ কোত্থেকে কে জানে, হুড়মুড়িয়ে উড়ে এল ডাইনী।

রাজপুত্র সুতোর গুটলি ছুঁড়লে ডাইনীর দু'চোখের মাঝখানে, তা লুফতে গিয়ে ডাইনীর মাথা ঠুকে গেল গাছে। যতক্ষণ সে গড়াগড়ি দিচ্ছিল, রাজপুত্র ততক্ষণে উঠে গেল পাহাড়ের চুড়োয়, সেখানে তামার পুরী, তার জানলা দিয়ে দেখে তার বড়দি সুতো কাটছে। ভাইকে চিনতে পারল সে, আদর করে কাছে ডাকলে। সন্ধের দিকে দিদির দুশ্চিন্তা হল, লুকিয়ে রাখলে রাজপুত্রকে। গমগম করে উঠল বন, ঝনঝন করে উঠল তামার পাতা, উড়ে এল বাজপাখি। পালক খসিয়ে সে হয়ে দাঁড়াল নওল কুমার। লাঠিটা দেখে সে বৌকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে লাগল, কে তার গাছে হাত দিয়েছে। বৌ প্রথমটা এদিক-ওদিক করে শেষে জিজ্ঞেস করলে:

'কাল যাবি তোর বোনেদের খোঁজে। এই নে সুতোর গুটলি, যেদিকে গড়িয়ে যাবে, সেদিকে চলবি। আর এই রুটির টুকরো। খিদে পেলে লজ্জা করিস না, কামড় দিবি, এ টুকরোয় অনেক দিন চলে যাবে।'

বুড়ির কাছে বিদায় নিয়ে ফের দূরের পথ ধরলে রাজপুত্র। এসে পেঁছিল তামা পাহাড়ে, তামার গাছে তা ঢাকা। লাঠি বানানোর জন্যে রাজপুত্র তার ডাল ভাঙতে যাবে, হঠাৎ কোত্থেকে কে জানে, হুড়মুড়িয়ে উড়ে এল ডাইনী।

রাজপুত্র সুতোর গুটলি ছুঁড়লে ডাইনীর দু'চোখের মাঝখানে, তা লুফতে গিয়ে ডাইনীর মাথা ঠুকে গেল গাছে। যতক্ষণ সে গড়াগড়ি দিচ্ছিল, রাজপুত্র ততক্ষণে উঠে গেল পাহাড়ের চুড়োয়, সেখানে তামার পুরী, তার জানলা দিয়ে দেখে তার বড়দি সুতো কাটছে। ভাইকে চিনতে পারল সে, আদর করে কাছে ডাকলে। সন্ধের দিকে দিদির দুশ্চিন্তা হল, লুকিয়ে রাখলে রাজপুত্রকে। গমগম করে উঠল বন, ঝনঝন করে উঠল তামার পাতা, উড়ে এল বাজপাখি। পালক খসিয়ে সে হয়ে দাঁড়াল নওল কুমার। লাঠিটা দেখে সে বৌকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে লাগল, কে তার গাছে হাত দিয়েছে। বৌ প্রথমটা এদিক-ওদিক করে শেষে জিজ্ঞেস করলে:

‘আমার ভাই যদি আমায় দেখতে আসে, তাহলে তুমি কী করতে।’

‘তাকে দেখতে চাই।’

তখন দিদি নিয়ে এল রাজপুত্রকে, বাজপাখিও তার শ্যালককে আদর করে ডাকলে, দুঃখু করলে, আরো ছয় বছর তাকে বাজপাখি হয়ে থাকতে হবে, কেননা ডাইনী তাই যাদু করে রেখেছে। এ যাদু খসাতে পারে কেবল রাজকন্যে-সবিতা।

‘আমি রাজকন্যে-সবিতার কাছেই যাব,’ বললে রাজপুত্র।

‘আরে, মারা পড়বি। সবিতার সদরখানায় যাবার চেষ্টা করেছে কত দুঃসাহসী, কেউ ফেরে নি।’

রাজপুত্র কিন্তু কিছু শুনতেই চায় না। বাজপাখি তখন তাকে একটা শাল-রুমাল দিয়ে বললে:

‘মুশকিলে পড়লে এই রুমালটা বিছিয়ে নিবি, দেখবি কী হয়।’

বাজপাখিকে ধন্যি দিয়ে রাজপুত্র চলল বুড়ির গুটলির পেছন পেছন। পৌঁছল গিয়ে বিজিবিজি রুপোর বনে, ভাঙতে লাগল রুপোর ডাল। হঠাৎ কে জানে কোত্থেকে শনশনিয়ে উড়ে এল দুই ডাইনী। রাজপুত্র তাদের মাঝখানে ছুঁড়ে দিলে গুটলিটা, সেটা নিতে গিয়ে দুজনেরই ঠোকাঠুকি

লাগল কপালে। রাজপুত্রও ততক্ষণে রুপোর পাহাড়ে উঠে দেখল তার মেজদিকে। বসেছিল সে জানলার কাছে, নকশা তুলছিল। আদর করে ভাইকে বরণ করলে দিদি। খাইয়ে-দাইয়ে বললে:

'কী দুঃখের কথা ভাই, বেশিক্ষণ এখানে তোর থাকা চলবে না। স্বামী আমার ভালুক, সন্ধেয় আসবে, তোকে ছিঁড়ে কুটিকুটি করবে।'

'ভাবিস না দিদি, আমি লুকিয়ে থাকব।'

সন্ধে হতেই কেঁপে-ঝেঁপে উঠল মাটি, এল ভালুক, হয়ে গেল সে সুন্দর কুমার। রুপোর লাঠি দেখে বৌকে জিজ্ঞেস করলে:

'কে এসেছিল এখানে?'

'আমার ভাই এই কিছুক্ষণ আগে এসেছিল আমায় দেখতে, লাঠিটা ফেলে গেছে।'

'আমার জন্যে সবুর করল না কেন?'

'ভয় হয়েছিল, তুমি যদি আবার হামলা করো, তাই চলে গেল। তবে ভাবনা নেই, আমি ওকে ডেকে ফেরাচ্ছি।'

অলিন্দে গিয়ে সে ডাকলে ভাইকে। রাজপুত্রকে স্বাগত করলে ভালুক, নিজেদের দুঃখের কথা বলাবলি করলে। মেজদির স্বামীকে ডান ভালুক করে দিয়েছে। আরো চার

বছর তাকে জন্তু হয়ে থাকতে হবে। শুধু রাজকন্যে-সবিতা তাকে মানুষ করে দিতে পারে।

'সবিতার কাছেই যাব,' বললে রাজপুত্র।

'ওহ্, কষ্টের পথ,' দীর্ঘশ্বাস ফেললে ভালুক, 'তাহলেও চেষ্টা করে দ্যাখ, আমি যা পারি সাহায্য করব। এই ঘটে আছে আজব মণ্ড, যেখানে মাখাবি, সবকিছুই সেখানে সেঁটে যাবে।'

ফের রাজপুত্র চলল তার পথে। গুটলি গড়াতে গড়াতে গিয়ে পৌঁছল সাগরে। রাজপুত্র দেখে, সাগরের মধ্যে দ্বীপ, সে দ্বীপে সোনার পুরী। গুটলির পেছু পেছু রাজপুত্র ঝাঁপিয়ে পড়ল টগবগে ঢেউয়ে, দেখতে না দেখতে সাঁতরে গেল দ্বীপটার কাছে। সেখানে সোনার বন। কিন্তু সোনার গাছগুলোর নিচে জলার মধ্যে গিজগিজ করছে ভয়ংকর সব ডাইনী। সোনার গাছে উঠে রাজপুত্র তার গায়ে যাদু মণ্ড মাখিয়ে দিলে। ডাইনীরা ছুটে এল গাছটার কাছে, দেখতে গেল কে তাতে চেপেছে। অমনি নাক তাদের এঁটে গেল গাছের কাণ্ডের সঙ্গে। তখন রাজপুত্র গেল সোনার পুরীতে, দেখল তার ছোড়দিকে। দু'জনেই ভারি খুশি, কথা কইলে মন খুলে, হঠাৎ মুখ কালো হয়ে এল দিদির। বললে:

'শিগগির ফিরবে আমার স্বামী, সাগরের দানো।'

ভাই বললে লুকিয়ে থাকবে।

সোনার পুরী থরথরিয়ে উঠল, ঢেউ আছড়ে পড়ল জানলায়, সেখান থেকে বেরিয়ে এল এক বিরাট পাইক মাছ। আঁশ-টাঁশ ছেড়ে সে হয়ে উঠল এক সুন্দর কুমার। সঙ্গে সঙ্গেই জিজ্ঞেস করতে লাগল, বাইরের কোন লোক এসেছিল এখানে।

দিদি ডাক দিতেই ভাই এসে হাজির।

কত গল্পগুজব, কত খাবার-দাবার। তবে ফুর্তিটা বেশিক্ষণ চলল না। জামাই মন খারাপ করে বললে:

'দুঃখের কথা ভায়া, কিন্তু রাত দুপুর হয়ে আসছে, আমায় ফের মাছ হতে হবে। এ দণ্ড আমায় ভুগতে হবে আরো তিন বছর। শুধু রাজকন্যে-সবিতা আমায় উদ্ধার করতে পারে।'

'কপালে যাই থাক, যাব রাজকন্যে-সবিতার কাছে।'

জামাই বললে, 'সবিতার কাছ থেকে এখনো কেউ ফেরে নি। তবে তুই চেষ্টা করে দেখ। আমি তোকে দেব সোনার ঝাঁপি। মুশকিলে পড়লে খুলিস।'

ফের সুতোর গুটলির পেছু পেছু চলল রাজপুত্র, খোঁজে কোথায় সবিতা। শেষ পর্যন্ত সে পেঁছল সবিতার রোদ-ঝলমলে পুরীতে। দেউড়িতে দুটো আগুনের স্তম্ভ, তা পেরিয়ে বেঁচে যাওয়া অসম্ভব। বাইরের কেউ এসেছে টের

পেতেই স্তম্ভদুটো এগিয়ে এসে দুঃসাহসীকে পুড়িয়ে মারে। রাজপুত্র তার সুতোর গুটলি ছুঁড়ে দিলে, সঙ্গে সঙ্গেই আগুনের স্তম্ভদুটো সরে এসে এটা-ওটায় ঠোক্কর খেয়ে ফিরে যেতেই সেই ফাঁকে গলিয়ে গেল রাজপুত্র। শুনল কার গলা:

'কী চাও, দুঃসাহসী কুমার?'

'রাজকন্যে-সবিতাকে।'

'রাজকন্যেকে বিয়ে করতে চাও নাকি?'

'হয়ত বিয়েই,' বললে রাজপুত্র।

হাসির শব্দ শোনা গেল।

'কুমারকে নিয়ে যাও অতিথিশালায়।'

উঠল ঘূর্ণিঝড়, রাজপুত্র গিয়ে পেঁছিল এক আঁধার কুঠরিতে, শুধু একেবারে ওপরে, ছাদে, কলজের আকারে একটা ছোট্ট গবাক্ষ। চোখে অন্ধকার খানিকটা সয়ে এলে রাজপুত্র দেখলে সে একা নয়, দেয়ালে ঠেস দিয়ে আছে আটাশ জন বুড়ো।

'কে তোমরা, কী করছ?' জিজ্ঞেস করলে রাজপুত্র।

'এখন আমরা কী সে তো নিজেই দেখতে পাচ্ছিস। আর আগে আমরা ছিলাম তোর মতোই তরুণ, বলবান। দুনিয়ার নানা জায়গা থেকে এসেছিলাম রাজকন্যে-সবিতার পাণিপ্রার্থনায়। আমি এখানে আছি একশ' পঁচিশ বছর,

আর উনি, আমাদের মধ্যে যিনি সবচেয়ে বড়ো, তাঁর ছয়শ' বছর কাটল।'

'দুঃখু করো না, বুড়োরা,' বললে রাজপুত্র, 'ভেবে-চিন্তে একটা উপায় ঠিক করা যাবে।'

এই সময় গবাক্ষে টোকা দিয়ে কে যেন ছুঁড়ে দিলে কয়েক মুঠি যব। বুড়োরা সঙ্গে সঙ্গে মেঝে থেকে যব চেটে খেতে লাগল। বললে:

'ইস্, তুই জানিস না, আমাদের একমাত্র খাবার এই যব, একমাত্র পানীয় — জল।'

'তা চলবে না,' বললে রাজপুত্র।

এই সময় গবাক্ষ দিয়ে শাদা হাতে এক কলসী জল নামিয়ে দিলে কে। রাজপুত্র কলসীটা নিয়ে জল উলটে ফেললে গবাক্ষে।

'করলি কী, করলি কী!' হায়-হায় করে উঠলে বুড়োরা। 'এবার কাল পর্যন্ত জল পেটে পড়বে না।'

'ভাবনা নেই,' বলে একমুঠো যব রাজপুত্র ছুঁড়ে দিলে গবাক্ষ দিয়ে, তারপর বাজপাখির দেওয়া রেশমী রুমালটা পাততেই তাতে দেখা দিল কত সুন্দর সুন্দর খাদ্য আর পানীয়।

রাজকন্যে-সবিতার দূতী দেখতে এসেছিল কেন এরা যব খাচ্ছে না। উঁকি দিয়ে দেখে, আশ্চর্য ব্যাপার —

আজব রুমাল, পড়িমরি ছুটে গেল রাজকন্যে-সবিতার কাছে।

'এ রুমাল আমার চাই। এর জন্যে সে যা চায় সব দিও,' বললে রাজকন্যে-সবিতা।

দূতী ফিরে এসে সবিতার কথা জানাল।

'দিস না রুমাল,' বললে বুড়োরা, 'আমরা সবাই মারা পড়ব, তুইও পার পাবি না।'

রাজপুত্র কিন্তু শুনলে না। বললে:

'রাজকন্যের যদি পছন্দ হয়ে থাকে, নিয়ে যাও। বলো যে আমি ওটা অমনি দিচ্ছি। রাজকন্যে যেন সুখে শান্তিতে থাকে, আমার কথা মনে রাখে।'

এ কথা শুনে হাসি পেল রাজকন্যে-সবিতার, রুমাল বিছিয়ে ভালো ভালো খাবার চাখলে, মধু খেলে, আনন্দ করলে:

'এবার ছোকরাও যব ঠুকরে খাবে।'

কিন্তু পরের দিন রাজপুত্র ফের যবগুলো গবাক্ষ দিয়ে ছুঁড়ে দিলে। রাজকন্যে ফের অন্য দাসীকে জানতে পাঠাল কী হয়েছে।

দাসী দেখলে, বুড়োরা সুরাপান করছে, মিষ্টি মিষ্টি খাবার খাচ্ছে, সোনার ঝাঁপি থেকে এমন বেহালা বাজছে যে কেঁপে কেঁপে উঠছে দেয়াল। গবাক্ষ দিয়ে ফের শোনা গেল হুকুম:

'রাজকন্যে-সবিতার হুকুম, ঝাঁপিটা তুমি ওকে বিক্রি করো।'

'এসো, খানিক বসো আমাদের সঙ্গে, তারপর নিয়ে যেয়ো ঝাঁপিটা তোমার কর্ত্রীর কাছে।'

ভেতরে এল রাজকন্যে-সবিতার দূতী — সন্ধ্যাতারা। রাজপুত্র তাকে পাথরে বসিয়ে মিষ্টি মধু খাওয়ালে। খাওয়া-দাওয়ার পর এখন রাজকন্যে-সবিতার কাছে যাওয়া দরকার, কিন্তু উঠতে সে আর পারে না! মধুর নেশায় পা অবশ, নাকি মধুর গানে কলজে বিবশ, কে জানে। আসলে রাজপুত্র ভালুকের দেওয়া সেই মণ্ডটা মাখিয়ে দিয়েছিল পাথরটায়। সন্ধ্যাতারা কত কাকুতি-মিনতি করলে, কত কাঁদলে, রাজপুত্র ছাড়লে না।

রাজকন্যে-সবিতা ভেবেই পেল না, অন্ধকূপে কেন অত ফুর্তি, সন্ধ্যাতারা কেন এখনো ফিরল না।

ভাবল, নিজেই গিয়ে দেখবে কী হল তার দূতীর।

জ্বলজ্বলিয়ে ঢুকল সে অন্ধকূপে; অত আলোয় পাছে অন্ধ হয়ে যায় এই ভয়ে বুড়োরা হাত দিয়ে ঢাকল তাদের চোখ। আর এত রূপ দেখে বুক দুরুদুরু করে উঠল রাজপুত্রের।

'কী হচ্ছে এখানে? সোনার ঝাঁপিটা আমায় বেচে দাও পরদেশী। এর জন্যেই এত হৈচৈ। কত দাম চাও তার জন্যে?'

'ওগো পরমাসুন্দরী! তোমার রূপে তুমি আমায় বন্দী করেছ। যাকে খুশি নাও: সোনার ঝাঁপি, কিংবা সন্ধ্যাতারা অথবা তোমার চিরদাস — আমায়।'

'সবকটাই আমি নেব,' বললে রাজকন্যে-সবিতা।

রাজপুত্রকে সে তার পুরীতে এনে সিংহাসনে বসিয়ে বললে:

'আমি রাজকন্যে-সবিতা। এখন থেকে তুমি আমার স্বামী। আমার সমস্ত ঘরের এই নাও উনচল্লিশটি চাবি। আর

এটা চল্লিশ নম্বরের। যেখানে খুশি যাও, যেকোনো দরজা খোলো, কিন্তু আমায় যদি দেখতে চাও, তাহলে এই চল্লিশ নম্বরের দরজাটা কখনো খুলো না।'

সবিতার পুরীতে থাকতে লাগল রাজপুত্র, সে সুখে তার বোনেদের দুঃখের কথাও ভুলে গেল। ছেড়ে দিল সেই বুড়োদের, যারা এসেছিল রাজকন্যে-সবিতাকে বিয়ে করতে। তারপর সবিতার পুরী দেখতে লাগল। একটা ঘরে সাগরের অজানা মাছ, আরেক ঘরে নরম সুরে পাখির গান, কোথাও সুগন্ধি ফুলের ওপর রঙচঙে প্রজাপতির ডানা, কোথাও নিশ্চিন্ত গঙ্গাফড়িঙের ডাক। রাজকন্যে-সবিতার গোটা পুরীটাই ঝলক দেয়, হাসে, গুঞ্জন তোলে। রোদে, তাপে যতকিছু রঙ, গন্ধ, শব্দ ওঠে — সবই সেখানে।

সবিতার রাজত্বের শোভা দেখে অবাক হল রাজপুত্র, মুগ্ধ হল, কিন্তু রহস্যময় সেই চল্লিশ নম্বর দরজাটার কথা কিছুতেই মন থেকে গেল না। একদিন সে লোহার সেই ভারি দরজাটা খুললে, ভয়ে ভয়ে ঢুকলে ভেতরে, কিন্তু জীবন্ত প্রাণী কেউ সেখানে ছিল না। শুধু মাঝখানে শেওলা-পড়া একটা থাম, তা থেকে চার কোণে শেকল চলে গেছে। রাজপুত্র ফিরে আসবে, হঠাৎ কার গলা শোনা গেল:

'আমায় একটু মায়া করো গো, ভালো লোক! কোণে টব আছে, তা থেকে জল নিয়ে আমায় একটু খেতে দাও।'

তাকিয়ে দেখতেই রাজপুত্রের চোখে পড়ল টবটা, তার কাছেই মস্তো এক হাতা। জল নিয়ে রাজপুত্র থামকে খাওয়ালে। থাম খানিক নড়েচড়ে আবার জল খেতে চাইল। দ্বিতীয় বারের ভরা হাতাটা খেয়ে থাম গা ঝাড়া দিল, ঝনঝনিয়ে উঠল শেকলগুলো, তারপর ফের জল চাইল। তিন বারের বার জল দিলে রাজপুত্র। অমনি থামের গা থেকে ঝরে পড়ল শেওলা, খসে গেল শেকল, সিধে হয়ে দাঁড়াল এক দত্যি। বাজখাঁই গলায় বললে:

'ধন্যি তোকে, মর্ত্যের ছেলে! এবার রাজকন্যে-সবিতা হবে আমার!'

ঝড় তুলে পাক খেয়ে ছুটে বেরিয়ে গেল দত্যি, রাজকন্যে-সবিতাকে হরণ করে উধাও হল। শুধু দূরের একটা আভা থেকে বোঝা গেল কোন দিকে সে গেছে। অন্ধকার হয়ে এল আকাশ, ঠান্ডা পড়ল। বন্ধ হল ফুল ফোটা, ঘণ্টিফুলেরা মাথা নোয়ালে। ঘন বন, গভীর সাগর আর মানুষের বসতি — সবখানেই ভয় আর আতঙ্ক। তার চাইতেও বেশি ভার রাজপুত্রের মন — হারাল সে নিজের বউকে, দুনিয়ায় যে দিত তাপ, প্রাণ, উর্বরতা। কি করে এখন? কি করে উদ্ধার

করা যায় সবিতাকে? তেজী একটা ঘোড়া নিয়ে সে পিছু ধাওয়া করলে।

সবিতাকে দত্যি যেখানে লুকিয়ে রেখেছিল, সেখানে সে পৌঁছল কেবল তিন দিনের দিন। দত্যি শুয়ে ঘুমুচ্ছে, কিন্তু সবিতাকে পাহারা দেবার জন্যে রেখেছে তিন-চোখো এক ছাগল। রাজপুত্র ছাগলকে ঘুম পাড়াবার গান ধরলে:

এ চোখ বোঁজ, ছাগল রে,
ও চোখ বোঁজ লক্ষ্মীটি —

কিন্তু তিন নম্বর চোখের কথাটা তার খেয়াল ছিল না। দু'চোখ বুঁজলে ছাগল, কিন্তু তৃতীয় চোখটা সব দেখল। সবিতাকে রাজপুত্র যেই না ঘোড়ার ওপর চাপিয়েছে, অমনি ছাগল ব্যা-ব্যা করে উঠল:

'বুড়ো, ও বুড়ো, তোর বউকে চুরি করছে!'

এই কথা ছাগল বললে তিনবার, তখন দত্যি জাগল। গজগজ করলে:

'আগে আলুগুলো খুঁড়ে তুলি, তারপর ওদের ধরা যাবে।'

সবিতাকে নিয়ে রাজপুত্র বেশ দূরে চলে গিয়েছিল, কিন্তু দত্যি তার তিন-চোখো ছাগলের পিঠে চেপে উঠল আকাশে, রাজপুত্রকে চেপে ধরে বললে:

'তোর প্রাণ নিলাম না, কেননা আমায় জীয়ন জল খাইয়েছিলি। কিন্তু ফের যেন আমার চোখে না পড়িস, মঙ্গল হবে না।'

দৈত্য শিস দিলে দৈত্য, রাজকন্যে-সবিতাকে নিয়ে ছাগলের পিঠে চেপে চলে গেল — কোনোক্রমে শুধু যাদু-করা গুটলিটা রাজকন্যে ছুঁড়ে দিতে পারলে স্বামীকে।

ফের বউকে উদ্ধারের চেষ্টা করলে রাজপুত্র, কিন্তু পোড়া কপাল, এবারেও ছাগলের তৃতীয় চোখটার কথা মনে ছিল না। দৈত্যকে জাগিয়ে দিল ছাগল:

'বুড়ো, ও বুড়ো, তোর বউ নিয়ে যাচ্ছে!'

দৈত্য তার ভাঁটার মতো চোখ মেলে বললে:

'ভাবনা নেই, একটু আলু পুড়িয়ে খাওয়া যাক, তারপর বজ্জাতটাকে ধরব।'

সবিতার পুরী এই সামনে, এমন সময় ছাগলের পিঠে চেপে দৈত্য এসে পথ আটকাল রাজপুত্রের। রাজপুত্রের মাথায় লগুড় মেরে আধ-মরা রাজকন্যে-সবিতাকে নিয়ে চলে গেল নিজের এলাকায়। কোনোক্রমে সে যাদু-করা রুমালটা ছুঁড়ে দিতে পারল রাজপুত্রকে।

মরা রাজপুত্রের ওপর কালো কালো দাঁড়কাক উড়ে এল। হঠাৎ কোত্থেকে এক বাজপাখি। কাকদের তাড়িয়ে দিয়ে সবিতার পুরী থেকে জীয়ন জল এনে

রাজপুত্রের মুখে দিলে। বেঁচে উঠল রাজপুত্র। বাজপাখি বললে:

'সাধারণ ঘোড়ায় রাজকন্যে-সবিতাকে উদ্ধার করা যাবে না। বুড়ি লাউমে-ডাইনীর কাছে ঘোড়া চরাবার কাজ নাও, আর তার বেড়াল কী বলে সেটা ভালো করে শুনো। দত্যির সমস্ত শক্তি আছে সাগরের এক হাঁসের মধ্যে। ডাইনীর ঘোড়ায় চেপে নীল সাগরে গিয়ে হাঁসটা ধরো, তার ডিমটা নেবে। ডিমটা ভাঙলেই দত্যিরও শেষ। লাউমে-ডাইনীর রাজ্যে তোমায় নিয়ে যাবে সুতোর গুটলি। বিপদ হলে রুমালটা বার করো, আমরা জামাইরা তোমায় সাহায্য করব।'

ফের সুতোর গুটলি ছুঁড়লে রাজপুত্র। গুটলিও গড়াতে গড়াতে তিন দিনের দিন গিয়ে থামল একটা আধ-ভাঙা কুঁড়ের কাছে। ফোকলা বুড়ি লাউমে রাজপুত্রকে দেখে বলে:

'কোথায় যাচ্ছিস গো?'

'কাজ খুঁজে বেড়াচ্ছি।'

'তিন দিনের জন্যে আমার বারোটা মাদী ঘোড়া চরাবার কাজ নিবি। সন্ধেয় যদি সবকটাকে ফিরিয়ে আনিস, তাহলে যেটা খুশি নিবি। কিন্তু একটা ঘোড়াও যদি কম পড়ে, তাহলে তোর গর্দান যাবে। নে, এবার খেতে বস।'

রাজপুত্র যখন খাচ্ছে, তার কোলে এসে উঠল সবুজ-চোখ বেড়াল। বললে:

'টুকরো-টাকরা যদি কিছু দাও, তোমায় অনেক কাজ করে দেব।'

ভালো দেখে কয়েক টুকরো মাংস ছুঁড়ে দিলে রাজপুত্র। বেড়াল তা খায় আর বলে:

'শুনে রাখো, ঘোড়াগুলো সব ডাইনীর মেয়ে। দাঁড়াও, গিয়ে সব জেনে শুনে আসছি কী মতলব ওরা করছে।'

বেড়াল এসে জানাল যে ডাইনী তার মেয়েদের বলেছে পোনা-মাছ হয়ে নদীর ঘূর্ণিতে শ্যাওলার মধ্যে লুকিয়ে থাকতে।

পরদিন সকালে ডাইনী রাজপুত্রের ঘুম ভাঙিয়ে তাকে দিল একটুকরো পনীর, বললে, 'ঘোড়াগুলোকে চরাতে নিয়ে যা।'

বনে, মাঠে, নদীর ধারে ঘোড়া চরাল রাজপুত্র, খিদে পেতে পনীর খেয়ে ঘুম পেয়ে গেল। ঘোড়াগুলো ততক্ষণে নদীতে গিয়ে হয়ে গেল পোনা-মাছ। ঘুম ভেঙে রাজপুত্র দেখে একটা ঘোড়াও নেই!

রুমাল বার করলে রাজপুত্র। অমনি এল পাইক মাছ।

‘মেয়েদের ডাইনী কী বানিয়েছে?’

‘পোনা-মাছ,’ বললে রাজপুত্র।

অমনি পাইক মাছ গলদা চিঙড়ি হয়ে ডাইনীর মেয়েদের ধরতে গেল। কী আর করে, ফের ঘোড়া হতে হল তাদের। রাজপুত্র তাদের তাড়িয়ে নিয়ে গেল বাড়িতে। আর বাড়ির কাছে লাউমে-ডাইনী কী পিটতে লাগল তাদের:

‘রাখালের কথা শুনিস নি নিশ্চয়! কেবল ঝোপঝাড় দেখে দৌড়েছিস?’

ভেতরে ভেতরে কিন্তু জ্বলেপুড়ে মরে যে একটা মেয়েও লুকোতে পারে নি, সবাইকেই ফিরিয়ে এনেছে রাজপুত্র।

সারা সন্ধে ডাইনী তার মেয়েদের গালাগালি দিলে, মারলে, তারপর হুকুম দিলে, পরের দিন কাঠ-ঠোকরা হয়ে গাছের ফোকরে লুকিয়ে থাকবে।

এবারও বেড়াল সব জানিয়ে দিল রাজপুত্রকে।

পরের দিন রাজপুত্র ডাইনীর পনীর খেয়ে ঘুমিয়ে পড়ল; ঘোড়াগুলোও তক্ষুনি কাঠ-ঠোকরা হয়ে লুকিয়ে পড়ল ফোকরে। ঘুম ভেঙে রাজপুত্র রুমাল ঝাড়লে — অমনি বাজপাখি এসে হাজির। সবকিছু জিজ্ঞাসাবাদ করে সে হয়ে গেল মহাশ্যেন, ফোকর থেকে সবকটাকে বার
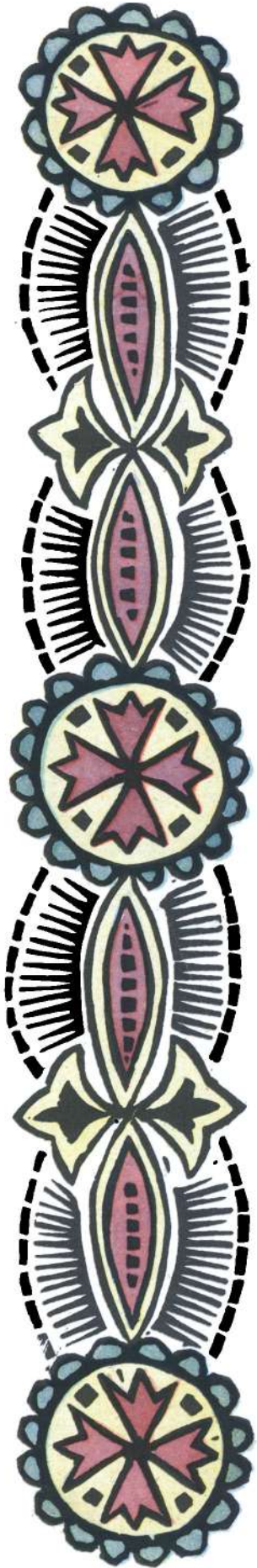
করলে, ফের তাদের হতে হল ঘোড়া। সবাইকে নিয়ে এল রাজপুত্র, আর দেউড়ির সামনে ডাইনী তাদের পেটাতে লাগল।

'যত সব অকম্মা! কাল তোরা পোকা হয়ে গাছের ছালে লুকিয়ে থাকবি।'

বেড়াল তা শুনে সঙ্গে সঙ্গেই সব জানাল রাজপুত্রকে। শুনে রাজপুত্রের আর ঘুম আসে না, পোকা সে খুঁজে ব্যার করবে কী করে? কিন্তু উড়ে এল বাজপাখি, কাঠ-ঠোকরা হয়ে খুঁটে খুঁটে বার করলে সব পোকা। করুণ স্বরে ডাকতে লাগল ঘোড়াগুলো, শেষ বারের মতো রাজপুত্র তাদের নিয়ে এল বাড়িতে আর লাউমে তার মেয়েদের চাবুক কষতে লাগল, যত পারে গালাগালি দিলে। তারপর মিষ্টি মুখে রাজপুত্রকে বললে:

'নে, এবার শো' গে যা, কাল আমার ধন-সম্পদ থেকে পছন্দমতো বেছে নিস।'

'তোমার ধনে আমার দরকার নেই, শুধু তোমার সবচেয়ে ছোটো ঘোড়াটা আমায় দাও।'

আঙিনায় পড়ে থাকত আধ-মরা একটা ঘোড়া, আকারে একটা বেড়ালের মতো, হয়ত কিছু বড়ো।

'এই মরখুটেকে নিয়ে তোর হবে-টা কী?' বললে লাউমে।
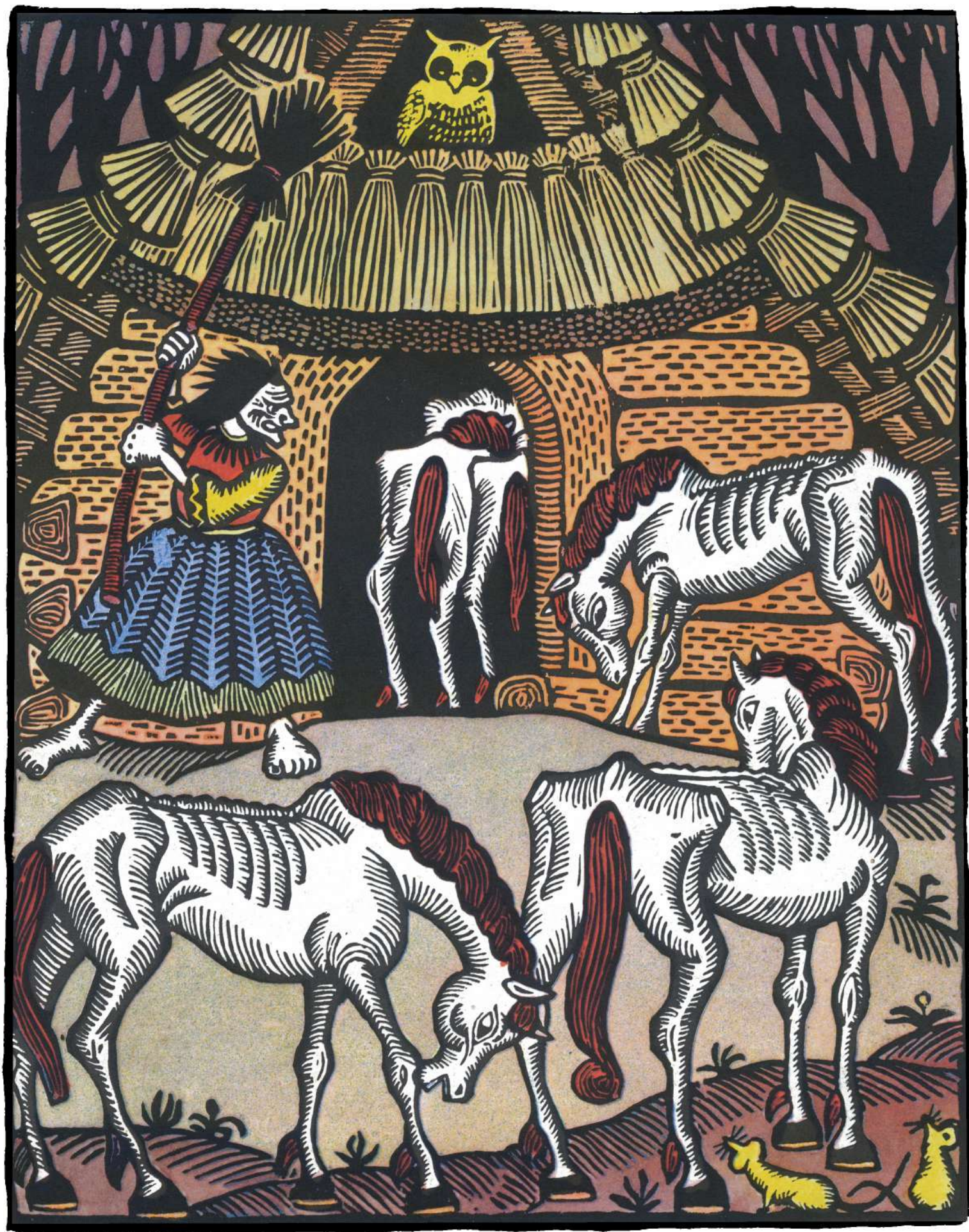
রাজপুত্র কিন্তু শুনলে না। অসুস্থ ঘোড়াটাকে সে কোলে নিলে, ডাইনী ওদিকে হি-হি করে কাঁপে। আসলে ওটা ছিল তার সবচেয়ে আদরের নাতনি, অসম্ভব তার শক্তি। আর রাজপুত্রের কোলে প্রতি পদক্ষেপেই বাড়তে লাগল তার ওজন, চেহারা। দু'এক ক্রোশ পরেই রাজপুত্র চেপে বসল তার ওপর আর নয় ক্রোশের মাথায় ঘুড়ী মানুষের গলায় বললে:

'বলো, কোথায় যেতে চাও?'

'যেতে হবে সাগরে, হাঁসকে ধরে তার ডিমটি দখল করতে হবে।'

'বেশ,' বলে শোঁ করে সে উড়ে গেল আকাশে, খুর ঠুকে মেঘ থেকে ফুলকি ঝরিয়ে ছুটল। ফের যখন সে নামল, তখন তার পায়ের কাছে ঢেউ, ঢেউয়ে এসে আছড়ে পড়ছে মধুর মতো হলদে হলদে অ্যাম্বার। ফুটকিদার হাঁস কিন্তু ভেসে বেড়াচ্ছে অনেক দূরে। এদিকে রাজপুত্রের কাছে না আছে তীর-ধনুক, না হাতিয়ার। খালি হাতে ধরবে কী করে? শাদা বালির ওপর বসে মনের দুঃখে কাঁদতে লাগল রাজপুত্র, কিন্তু এই সময় সমুদ্রের তল থেকে ভেসে উঠল পাইক মাছ, চেনা গলায় বললে:

'কেঁদো না রাজপুত্র, ফুটকিদার হাঁস তোমায় ধরে দেব।'

পাইক মাছ হাঁসকে ধরে নিয়ে এল রাজপুত্রের কাছে, রাজপুত্রও তাকে দুখানা করে ছিঁড়ে ফেলে ডিমটি বার করলে, দৈত্যের প্রাণ আছে তাতেই। ডিমটি লুকিয়ে রেখে ঘোড়ায় চেপে ছুটল সেই দিকে যেখান থেকে আভা দেখা যাচ্ছিল, পরমাসুন্দরী রাজকন্যে-সবিতা যেখানে বন্দী হয়ে আছে। তোরণে ধাক্কা দিয়ে রাজপুত্র ডাকতে লাগল দৈত্যকে:

'এই দৈত্য, আমার বউকে উদ্ধার করতে এসেছি!'

তোরণ থেকে বেরিয়ে এসে দৈত্য তার লগুড় হাঁকিয়ে গর্জে উঠল:

'দূর হ আমার চোখের সামনে থেকে হতভাগা! নইলে মেরে, আগুনে পুড়িয়ে ছাই উড়িয়ে দেব বাতাসে!'

'সে আর তোকে করতে হচ্ছে না,' বলে রাজপুত্র ডিমটাকে আছড়ে মারলে মাটিতে। ভেঙে গেল সেটা, সঙ্গে সঙ্গেই মিলিয়ে গেল দৈত্য, খেঁকিয়ে ওঠারও সময় পেলে না। সঙ্গে সঙ্গেই ছুটে এল রাজকন্যে-সবিতা, বুকে জড়িয়ে ধরল রাজপুত্রকে। চোখ জ্বল-জ্বল করে উঠল রাজপুত্রের, আলো হয়ে উঠল সারা দুনিয়া: মাথা তুলল কুসুমেরা, ঝুনঝুনিয়ে উঠল ঘণ্টিফুল, গুনগুনিয়ে শস্যেরা গান ধরল আর আনন্দে রাজকন্যে-সবিতা তার বিয়ের মেখলা-রামধনু ছুঁড়ে দিলে আকাশে। মস্তো একটা ভোজ হল। বোন আর জামাইদের কথা

বললে রাজপুত্র, মা-বাপের কথা, খবর না পেয়ে মনের দুঃখে মরে যাবেন তাঁরা। দয়াময়ী রাজকন্যে-সবিতা তক্ষুনি বাজপাখি, পাইক মাছ আর ভালুককে মানুষ করে দিলে, সবাই মিলে পাঁচ রথে চড়ে রওনা দিলে রাজপুরীর দিকে।

ভাবছ তো, পঞ্চম রথে আবার চাপল কে? চেপেছে শিশু-চাঁদ, রাজকন্যে-সবিতার ছেলে, এইসব ঘটনা ঘটে যাবার পর তার জন্ম হয়।

ОСВОБОДИТЕЛЬ СОЛНЦА

Литовская народная сказка

На языке бенгали